সাগর নদী সকল জলে **মাছ চাষে সোনা ফলে**

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫

(২৮ জুলাই-৩ আগস্ট)

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের প্রেস ব্রিফিং

জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

স্থান: সভাকক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ২৮ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এখাতের অবদান আজ বিশ্বে স্বীকৃত। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৭ লক্ষ ১ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমান সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূখী বহুবিধ কার্যক্রম এবং চাহিদামাফিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৫ লক্ষ ৪৮ হাজার মে.টন, যার বর্তমান বাজার মূল্য ৫৩ হাজার কোটি টাকা। বিগত ১০ বছরে উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায় এ খাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক যা গড়ে ৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ এবং এ ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা

'সাগর নদী সকল জলে, মাছ চাষে সোনা ফলে' কে প্রতিপাদ্য করে এ বছর ২৮ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫** উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো, মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরো মজবুত ও স্বনির্ভর করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে দেশবাসীকে অধিকতর সচেতন ও সম্পৃক্ত করা।

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগের ফলে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৫ সালের মধ্যে ২০ লক্ষ জেলেকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া সাগরে মাছ আহরণ কালে প্রাকৃতিক দূর্যোগে নিহত জেলেদের ২৪৭ টি পরিবারকে বিগত ৩ বছরে **১ কোটি ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা** অনুদান বিতরণ করা হয়েছে, এই কার্যক্রম জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আগে কোন সরকার বাস্তবায়ন করেনি।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

মৎস্য সেক্টর আমাদের কেবল দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের যোগানই দিচ্ছে না বরং রপ্তানিতেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব বাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ২০১৪-১৫ আর্থিক সালে ৮৩ হাজার ৫২৪ মে. টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৪ হাজার ৬৬১ কোটি টাকা।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান শতকরা প্রায় ১১ শতাংশ যা একক প্রজাতি হিসেবে সর্বোচ্চ এবং জিডিপিতে অবদান প্রায় ১ শতাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরসমূহের ক্রমধারায় চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৫টি জেলার ৮০টি উপজেলায় ২ লক্ষ ২৪ হাজার ১০২টি জাটকা জেলে পরিবারের মধ্যে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মোট ৩৫ হাজার ৮৫৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অতি দরিদ্র জাটকা জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৫ হাজার ৫০৯ জন জেলেকে উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৭ হাজার কোটি টাকার ওপর। ইলিশের স্থায়ীত্বশীল উৎপাদনের লক্ষ্যে 'ইলিশ উন্নয়ন

ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরনে নিষিদ্ধ সময়সীমা ১১ দিন সংশোধিত করে ১৫ দিন করা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা

জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করার জন্য সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিগত ৬ বছরে ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২ হাজার ১ শত হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করা হয়েছে। এতে বার্ষিক প্রায় ৩ হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে।

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ

আপনারা জানেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমূদ্রসীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কি.মি. এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন আমাদের সকলের দায়িত্ব হচ্ছে অর্জিত এই সাফল্যকে সংহত করা। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যেই কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি যা ইতোপূর্বে কোন সরকারের আমলে গ্রহণ করা হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের প্রতিস্থাপন সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা হয়েছে । ৪০ মিটার গভীরতার বাইরে ফিশিং করার জন্য সকল বানিজ্যিক ট্রলারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ আমরা আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য ভান্ডার থাইল্যান্ডের মত মৎস্য শূণ্য দেখতে চাই না। এ লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীকে যথোপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং নিয়মিত এ কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করা হচ্ছে । সকল বটম ট্রলারকে মিড ওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হয়েছে এবং কাঠবডি ট্রলার আমদানী বন্ধ করা হয়েছে। অবৈধভাবে বিদেশি ট্রলারের প্রবেশ রোধে সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম নেভী ও কোস্ট গার্ডের সহায়তায় কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৪ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী ৩২টি অবৈধ ট্রলার আটক করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে । গভীর সমুদ্রে টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জন্য লংলাইনার প্রকৃতির বানিজ্যিক ফিশিং ট্রলার সংযোজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে চলমান বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় করে সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণের নিমিত্ত পেলাজিক, ডিমারসেল ও ল্যান্ডবেইজ্ড জরিপ পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি গবেষণা ও জরিপ জাহাজের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংযোজনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সামুদ্রিক অর্থনৈতিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য ২০১৫ সালে দেশে প্রথমবারের মত ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক সব ধরনের মৎস্য ও ক্রাস্টেসিয়ান আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে Blue Growth Economy (সমুদ্র অর্থনীতি)-তে বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে এ সম্পদকে আরো সমৃদ্ধিশালী করার লক্ষ্যে আপামর জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য আমাদের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথা সাংবাদিক ভাই-বোনেরা বিগত সময়ে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন সেজন্য আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। ভবিষ্যতেও আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা, সচিত্র তথ্য উপস্থাপন ও তথ্যবহুল লেখনীর মাধ্যমে আমাদের গৃহীত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে অধিকতর কার্যকরি ভূমিকা রাখবে

বলে আমি বিশ্বাস করি। আসুন, আমরা **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫** এর প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটিয়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ এবং একটি সুস্থ-সবল ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে এগিয়ে যাই।

পরিশেষে, ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদেরকে পুনরায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।